আব্দুলের বাজার করা

IndSciCovid
by Indian Scientists Response to Covid
https://indscicov.in/

Illustrations by: Suneha Mohanty

হঠাৎ এক ভয়ে আব্দুলের ঘুম ভেঙে গেল : আরে, আমি তো আবার অজিত-স্যারের ক্লাসে লেট হয়ে যাবো! আমাকে উনি ফাইনাল পরীক্ষায় বসতেই দেবেন না!

তারপরেই ঘুম ঘুম চোখে তার মনে পড়ল যে লকডাউন চলছে; কলেজ বন্ধ আর সে বাড়িতে রয়েছে, বাবা মার সংগে। তখন সে আবার পাশ ফিরে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের এক কোঠার বাড়িতে ততক্ষণে পুরোদমে কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে--আম্মা সবার জন্য চা বসিয়েছে, দাদি-র উল বোনার কাঠির টুকটাক শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর আব্বা নমাজে বসেছে। এর মধ্যে কী আর ঘুমোনো যায়? আগত্যা সে উঠে পড়লো।

দাঁত মাজতে মাজতে আব্দুলের মনে পড়লো হোস্টেলের রুমের কথা যা শুধু তার রুমমেট সুভদ্রর সংগে ভাগ করে নিতে হতো-- তাদের রুম আব্দুলের দেশের বাড়ির চেয়ে খুব একটা বড়ো ছিল না। তার বন্ধুদের সংগে চা খেতে খেতে রাজনীতি নিয়ে এন্তার আলোচনার কথাও মনে পড়ে গেলো। কলেজের জীবন কী স্বাধীন ছিল। কিন্তু তিন সপ্তাহ হল কলেজ এবং হোস্টেল বন্ধ হয়ে গেছে, আর তাকে দু-বার যাত্রীবোঝাই ট্রেন বদলে, তিন ঘণ্টার একটা শেয়ারের জিপ চড়ে বাড়ি পৌঁছাতে হয়েছে। কয়েকদিন সবার টেনশন ছিল, এবং কিছুক্ষনের জন্য তার আবার মনে পড়ে গেলো বাড়ি পৌঁছে তার যে কী নিশ্চিন্ত মনে হয়েছিল।

'আব্দুল, কত দেরি হয়ে গেছে! তোকে বলেছিলাম আজ বাজার থেকে মাটন আর টম্যাটো আনতে হবে--যা, তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। নাহলে দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে', আম্মি বলল। 'সাবধানে যাবি, মাস্ক পরবি কিন্তু। আর কোনোকিছু ছুঁবি না। লোকজনের থেকে দূরে থাকবি...' আম্মি একনাগাড়ে বলে যেতে লাগলো উচিত আর অনুচিত কাজের কথা!

এদিকে দাদি বলল, 'আমার প্রেশারের ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। ওষুধের দোকানে একটু জিজ্ঞেস করিস তো ওদের সাপ্লাই এসেছে কিনা?'

'উফ...যাচ্ছি! আমি কিন্তু কাল যেতে পারবো না বলে দিচ্ছি। তারপরে আরও দুদিন যেতে পারবো না। কার কী লাগবে এক্ষুনি বলে দাও!' আব্দুল উত্তর দিল।

'আমার জন্য খবরের কাগজ আনিস কিন্তু। আর যদি পারিস আগামীকালেরটাও কিনে আনিস'--- আব্বার কথায় তাঁর চিরাচরিত রসিকতা এখনো বজায় আছে। দাদিও সবার সংগে সুর মিলিয়ে বলল, উফ। কিন্তু সবাই জানে যে তাঁর এই রসিকতার জন্যই বাড়ির পরিবেশটা এই অবস্থাতেও কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আছে।

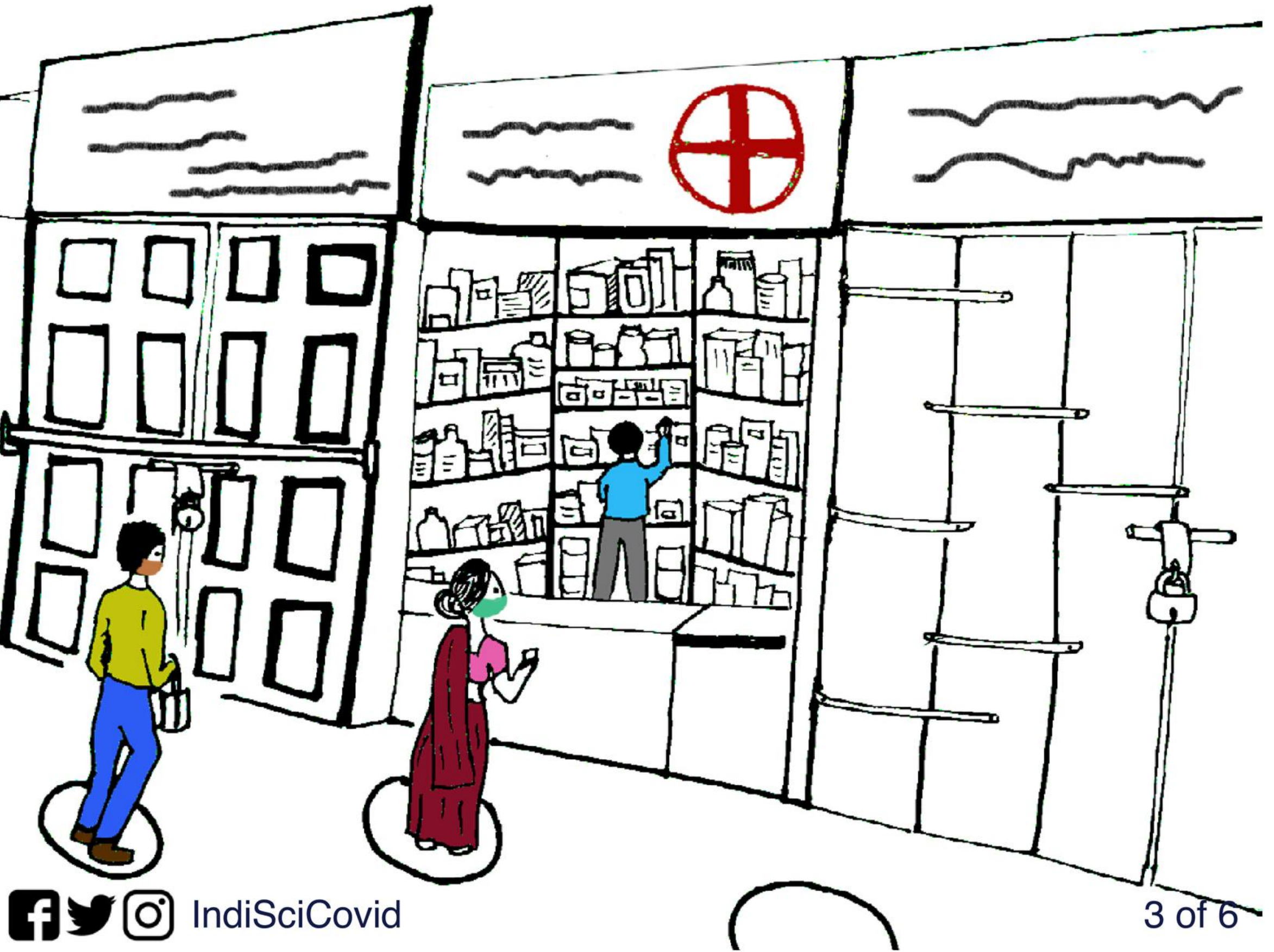

আব্দুলের দিদি বিদেশে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকদিন রাত্রে ফোন করে এবং তাদের বলে দেয় কী কী করতে হবে। সেই ঠিক করে দিয়েছে যে বাড়ির বাইরে গিয়ে জিনিসপত্র আনার কাজ শুধু আব্দুল করবে। 'আর বাকিরা তো বয়স্ক, অসুখ হওয়ার ঝুঁকি বেশি', সে বলেছিল। আরও বলেছিল, 'ও বাড়িতে বসে করছেই বা কি?' এই কদিন আগে দিদি বলেছে আব্দুল যেন বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরতে ভুলে না যায়।

আব্দুল ধুয়ে রাখা একটা মাস্ক তুলে নিল। সেটা দাদি পুরোনো একটা ওড়না থেকে সেলাই করেছিল। আম্মি মনে করিয়ে দিল, 'দরজার কাছে একটা শাল রেখেছি, পরে যাস।' আব্দুল চপ্পল পরতে পরতে উত্তর দিল, 'বাইরে খুব গরম আম্মি! আমি আর ওসব করতে যাচ্ছি না। আমি বাড়ি ফিরে এসে পরে থাকা কাপড় সব ধুয়ে ফেলব।'

আব্দুল প্রথমে ওষুধের দোকান তারপর সবজির দোকানের সামনে লাইনে চক দিয়ে গোল দাগ দেওয়া জায়গায় দাঁড়ালো। কি ভালই না হয়েছে তার আনলিমিটেড ফোন করার ব্যবস্থা আছে--- লাইনে অপেক্ষা করতে করতে কলেজের বন্ধুদের সংগে কথা বলা যাবে।

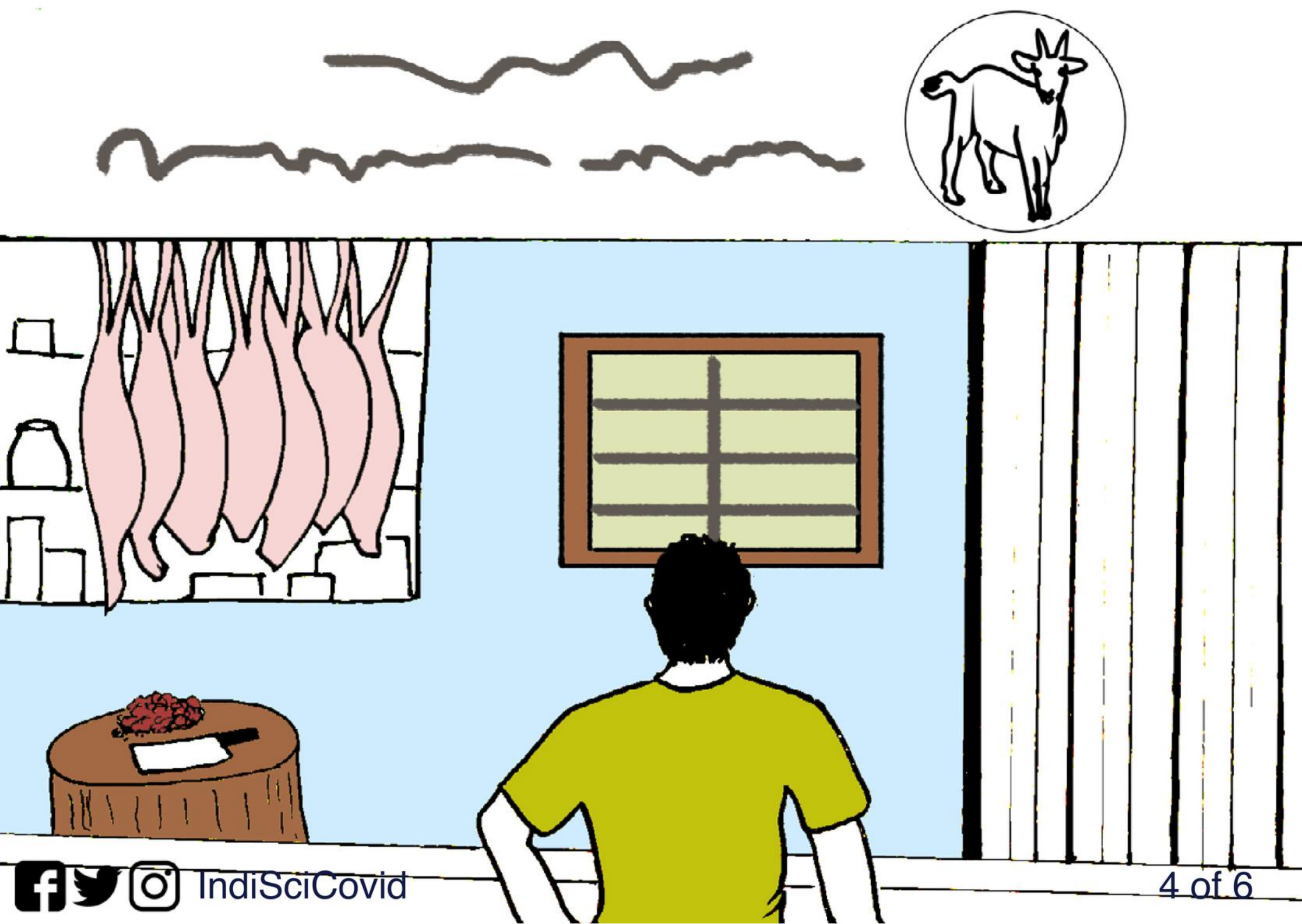

তারপর যখন সে কসাইয়ের দোকানে গেল সেখানে তখন কেউ ছিল না। করিমচাচা মাটন কাটছিল । দোকানের পিছন থেকে আব্দুলকে উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির সবাই ভালো আছে?' 'কখন এই লকডাউন শেষ হবে বল তো? তুই তো নিশ্চয়ই ফোনে সব খবর রাখিস, তাই না? সবাই কী বলছে?' আব্দুল ফোনটা সরিয়ে রাখল। লোকজনের সংগে মুখোমুখি কথা বলার ব্যাপারটাই আলাদা, দোকানের পিছন থেকে উঁচু গলাতেই হোক আর মাস্ক পরা অবস্থায় অস্পষ্ট আওয়াজেই হোক। 'হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই ভালো আছে। একটু দুশ্চিন্তায় আছে সবাই, এই আর কি। এই লকডাউন কবে শেষ হবে জানিনা চাচা। মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিন গড়াবে। কী প্ল্যান, কিছু জানিনা', আব্দুল উত্তর দিল। সে আরও কয়েক মিনিট দোকানে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে করিমচাচার সংগে কথা বলল।

আব্দুল বাড়ি ফেরার পর আম্মি একটা ছোট মগে করে জল, সাবান এবং শুকনো কাপড় দরজার বাইরে রেখে দিলেন। আব্দুল চপ্পল খুলে হাত ধুয়ে মুছে নিল। তারপর সে কাপড়টা সাবান জলে চুবিয়ে ওষুধের কার্ডবোর্ড বাক্সটা মুছে নিল। আম্মি একটা পরিস্কার রুমাল এবং স্যানিটাইজারের একটা শিশিও রেখেছিলেন যেটা দিয়ে সে তার ফোনটা মুছে নিল। এর আগের বার সে এটা করতে ভুলে গিয়েছিল বলে আম্মির কাছে বকা খেয়েছে। আম্মি ভয় দেখিয়ে বলেছিল এর পরের বার ফোনটাই নিয়ে নেবে।

বাড়িতে ঢুকে সে আম্মিকে মাটন এবং সব্জিগুলো দিয়ে দিল। তিনি সবকিছু ভালো করে ধুয়ে ফ্রিজে রাখতে শুরু করলেন। সে ওষুধের বাক্সটা টেবিলের ওপরে রেখে স্নান করতে আর মাস্ক এবং জামাকাপড় ধুতে চলে গেলো।

তারপর টেবিলের ওপর থেকে ওষুধের বাক্সটা সাবধানে খুলে সেখান থেকে ট্যাবলেটগুলো একটা ছোট কাচের শিশিতে ভরে রাখল। দাদির অনেক বয়স হয়েছে এবং ওঁর কোভিড-১৯ অসুখ হবে এই নিয়ে আব্দুলের খুব দুশ্চিন্তা। সে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা দরজার বাইরে ডাস্টবিনে ফেলে দিল। তারপর সে সাবান দিয়ে হাত এবং শিশির বাইরের দিকটা ধুয়ে নিল, যাতে দাদির হাতে তুলে দেবার আগে ভাইরাসের কোনো চিহ্ন না থাকেঃ 'এই নাও দাদি, তোমার ওষুধ। গতকাল ওদের সাপ্লাই এসেছে।'

সে যখন ধোয়া জামাকাপড় রোদে শুকোনোর জন্য ব্যালকনিতে মেলে দিচ্ছিল, তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেলো আব্বার জন্য খবরের কাগজ আনা হয় নি। যাক গে, ভাবল সে -- অন্তত সারা দিন এই নিয়ে আব্বার রসিকতা চলতে থাকবে, আর সবাই মজা পাবে।

দরকারি তথ্য পরিবেশন করার জন্য এবং সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বোঝানোর জন্য এইসব কাহিনী উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য খানিকটা সরলীকরণ করতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো যথাযথ জানার জন্য আনুষঙ্গিক দলিলগুলি ওয়েবসাইটএ দেখে নিন।